বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন দেশের সম্পর্ক
বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান

- ২০°৩৪' উত্তর থেকে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষরেখ
- ৮৮°০১ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা-৯২:৪১ পূর্ব দ্রাঘিমা

সীমান্তবর্তী এলাকা:

- উত্তরে আমেপ (আসাম, মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গ)
- দক্ষিণে বট্রোপোসাগর
- পূর্বে - আমিতি (আসাম, মিজোরাম, ত্রিপুরা)
- মিয়ানমার পশ্চিমে - পশ্চিমবঙ্গ।

সীমান্তবর্তী জেলা

- মোট - ৩২ টি (ভারতের সাথে ৩০, মিয়ানমার ৩টি
- কমন জেলা- রাঙামাটি

বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্য- ৫টি (আমিত্রি মেদ)
বাংলাদেশের সাথে ভারতের সেভেন সিস্টার্স রাজ্য- ৪টি (আমিত্রি মে)
বাংলাদেশের সাথে ভারতের পশ্চিমবজের সীমান্তবর্তী জেলা- ৯টি
মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের ৩টি সীমান্ত জেলা- বারাক (বান্দরবান রাঙামাটি কক্সবাজার)
মিয়ানমারের সাথে মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী রাজ্য- ২টি রাখাইন, শান
যে বিভাগগুলোর সাথে ভারতের সংযোগ নেই সীমান্তাঃ ঢাকা ও বরিশাল
সীমানা(বিশ্বের ৫ম বৃহত্তম)

সীমানা	ভূগোল বই	বর্ডারগার্ড BD
সর্বমোট সীমারেখা	৪৭১১ কি.মি.	৫১৩৮ কি.মি.
ভারতের সাথে	৩৭১৫ কি.মি.	৪১ ৫৬ কি.মি.
মিয়ানমারের সাথে	২৮০ কি.মি.	২৭১ কি.মি
বাংলাদেশের উপকূলের দৈর্ঘ্য	৭১৬ কি.মি	৭১১ কি.মি

সমুদ্রসীমা ও সুমুদ্রজয়ঃ

- মোট সমুদ্রসীমা ১,১৮, ৮১৩ বর্গ কি.মি.
- রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা ১২ নটিকেল মাইল
- অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল
- মহীসোপান/উপকূলীয় সমুদ্রসীমা ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল

নদনদী

- মোট ৫৭টি (অভিন্ন)
- ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশকারী- ৫৪ টি
- বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশকারী ১টি (কুলিখ)
- বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়ে পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশ - আপুটা (আত্রাই ,পুর্ণভবা ,টাঙ্গন)
- বাংলাদেশে ভারত পৃথকারী নদী-হাড়িয়াভাজা
- মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রবেশকারী-৩টি সাঙ্গু,মাতামুহুরী,নাফ(BD মিয়ানমার পৃথককারী নদী)
- বাংলাদেশ ভারত যৌথ নদী কমিশন (JRC) গঠিত হয়- ১৯৭২ সালে
- বাংলাদেশ ভারত যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন (JEC) গঠিত হয়- ১৯৮২ সালে

বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক
ফারাক্কা বাঁধ

- নির্মান শুরু-১৯৬১ নির্মান শেষ ও চালু -১৯৭৫
- অবস্থান: বাংলাদেশ থেকে ১৬.৫ কি.মি. উজানে গঙ্গা নদীর উপর
- লং মার্চ হয়- ১৬ সে ফোরাাক্কা দিবস)। ১৯৭৬ (ভাসানী)
- ফারাক্কা নিয়ে জাতিসংঘ প্রস্তাব পাশ ২৬ NOV ১৯৭৬ প্রথম উত্থাপন ৩১ তম অধিবেশন
- ফারাক্কা নিয়ে চুক্তি-৫টি
- কারণ পদ্মা নদীর পানি প্রত্যাহার করে হুগলি নদীতে সরবরাহ বৃদ্ধি

তিস্তা বাঁধ

- নির্মান-১৯৯৮ সালে
- অবস্থান- দোয়ানী, গাড়িমারী, হাতিবান্ধা লালমনির হাট,
- সবচেয়ে বড় বাধ
- ভারতে ডালিয়া ব্যারেজ নামে পরিচিত
- খসড়া চুক্তি ২০১১ সালে (পানি পাওয়ার কথা ৪৮% পানি পায় - ২৫%)

টিপাইমুখ বাঁধ

- নির্মাণ শুরু - ২০০৯ সালে
- অবস্থান- ভারতের মনিপুর রাজ্যের বরাক নদীর ওপর(মেঘনা)
- বরাক ও তুইভাই নদীর সংযোগস্থলে

তিস্তা মহা পরিকল্পনা

- তিস্তা নদীর অববাহিকাকে কেন্দ্র করে নগরায়ন; কর্ম সংস্থান ও শিল্পায়ন তৈরির পরিকল্পনা
- প্রকল্পের নাম- Tista Rivera comprehensive Management and Restoration
- আর্থিক সহায়তায় - চীন, কারিগরি সহয়তায় - চীনের yellow River Engineering China

চুক্তি:বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী চুক্তিঃ

- বাংলাদেশের ১ম আর্ন্তজাতিক চুক্তি
- অন্যনাম- দিল্লি চুক্তি
- চুক্তি স্বাক্ষর- ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ
- চুক্তির মেয়াদ-২৫ বছর
- চুিক্তির মেয়াদ শেষ- ১৯৯৭ সালে ১৮ মার্চ
- স্বাক্ষর করেন- বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধী

সীমান্ত চুক্তি সিমহল বিনিময়

- অন্য নাম - মুজিব ইন্দিরা চুক্তি
- স্থল সীমান্ত আইন-১৯৭৪
- সংবিধানের ৩য় সংশোধনী আনা হয়-১৯৭৪ সালে
- চুক্তি স্বাক্ষর-১৯৭৪ সালের ১৬ মে
- চুক্তি কার্যকর - ২০১৫ সালের ১ আগষ্ট
- মোট সীটমহল - ১৬২ টি (BD-৫১ Ind-১১১ টি পায়)
- দহগ্রাম আজারপোতা ছিটমহল লান মনিরহাট জেলার পাটগ্রামে এই ছিটমহলের সাথে যোগাযোগের জন্য ভারত বাংলাদেশের জন্য "তিন বিঘা করিডোর (১৭৮x৮৫ মি) খুলে দেয় -১৯৯২ সালে

গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তিঃ

- চুক্তি স্বাক্ষর ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে।
- চুক্তির মেয়াদ - ৩০ বছর চুক্তি শেষ হবে- ২০২৬ সালে
- চুক্তি স্বাক্ষরকারী- শেখ হাসিনা, দেব গৌড়া
- চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশের পানি পাওয়ার কথা-৩৫০০০ কিউসেক পানি পার ৯,০০০ কিউসেক
- এই চুক্তি না মেনে ভারত " আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প" গ্রহণ করে
- ২০০৩ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ী এই প্রকল্প গ্রহন করে
- এতে ১৬টি খালের মাধ্যমে ৩৮টি নদীর সংযোগ করা হয় এবং ৩৪ টি ছোট ৩৭৪টি বড় জলাধার নির্মাণের কথা বলা হয়।

ট্রানজিট সহযোগিতা চুক্তিঃ

- চুক্তি স্বাক্ষর - ২০১০ সালে
- ভারতের ট্রান্সশিপমেন্ট চালু হয় -২০১৬ সালে

CEPA চুক্তিঃ

- চুক্তি স্বাক্ষর- ২০২২ সালে ৬ sept.
- Comprehensive Economic Partnership Agreement.
- এতে বাংলাদেশের বানিজ্য বাড়বে-১৯০%

বাংলাদেশ ভারত বিরোধপূর্ণ কিছু
- সীমান্ত - বিলোনিয়া (ফেনী)
- চর - মহুরির চর (ফেনী), নির্মল চর (রাজশাহী)
- নদী - হাড়িয়াঙ্গা নদী

বাংলাদেশ মিয়ানমার সম্পর্ক
রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন ও চুক্তিঃ

অপারেশন	সময়	চুক্তির নাম
অপারেশন ড্রাগন কিং	১৯৭৮	১ম-১৯৭৮ সালে ৯ জুলাই
অপারেশন ক্লিন এন্ড বিউটিফুল নেশন	১৯৯১	২য়- ১৯৯২ সালে
অপারেশন Ethnic cleansing	২০১৭	৩য়- ২০১৭ সালের ২৩ নভেম্বর

রোহিঙ্গাদের জন্য গৃহিত পদক্ষেপ ও স্বীকৃতি
- সীমান্ত খুলে দেয়াঃএ জন্য প্রধানমন্ত্রীকে mother of Humanity উপাধি দেয় ব্রিটিশ গণমাধ্যমchannel 4
- OIC তে প্রস্তাব উথ্থাপন
- গাম্বিয়াকে দিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা
- জমি বরাদ্দ -৫০০০ একর
- নোয়াখালী ভাসানচরে পুনর্বাসন- "আশ্রায়ন প্রকল্প"
- পরিচয়পত্রের ব্যবস্থাঃ "Displaced people of Rakhine state"

বাংলাদেশ চীন সম্পর্ক
কৌশলগত সম্পর্কঃ
- OBOR / One Belt one Road Initiative
- Pearl Trade policy.
- Flagship policy (ভারত উপমহাদেশের বন্দর ব্যবহার করবে)

বানিজ্যিক সম্পর্কঃ
- টাকা অংকে সবচেয়ে বেশি আমদানি করে চীন থেকে
- চীনের সাথে বানিজ্য ঘাটতি সবচেয়ে বেশি

অর্থনৈতিক সম্পর্ক অবকাঠামোগত সম্পর্কঃ
- প্রকল্পঃ
    - পদ্মা সেতু
    - চট্টগ্রামের আনোয়ারায় Special Economic Zone.
    - কর্ণফুলী টানেল (চট্টগ্রাম)।
    - চট্টগ্রাম মিরসরাই বঙ্গবন্ধু শিল্প নগর
    - মহেশখালী LNG টার্মিনাল
    - পিরোজপুরে ৮ম চীন বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু।

চীন বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু -১ নির্মানের উদ্দেশ্য-দেশের দক্ষিন অঞ্চলের সাথে ঢাকার পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করা (41st BCS)
বাংলাদেশ-জাপান(বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান উন্নয়ন সহযোগী)
প্রকল্পঃ JICA -এর সহায়তা
- Japan International co-operation agency
- ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (মেট্রোরেল)
- মাতারবাড়ি Ultra-Supercritical power plant
- মাতারবাড়ি সমুদ্র বন্দর উন্নয়ন
- BIIG-B প্রকল্প (Bay of Bengal Initiative for Industrial Growth Belt)লক্ষ্য উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন ও জাপানের সাথে সংযোগ স্থাপন

বিভিন্ন দেশের সাথে চুক্তি। করিডোরঃ
এশিয়ান হাইওয়ে (Asian Highway)
- প্রকল্প গ্রহন - ১৯৫৯ সালে

- গ্রহণকারী - ESCAP
- গৃহীত হয় - ২০০৩
- কার্যকর - 2005 optional.
- বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে - ২০০৯ সালে
- বাংলাদেশে প্রবেশের রুট - ৩টি
    - তামাবিলে ২টি
    - টেকনাফে - ১টি

BCIM Economic Corridor: Bangladesh, China, India, Myanmar

- উদ্যোক্তা - চীন
- কার্যকর - ২০১৫ (ঢাকায়)
- পণ্য রপ্তানি হবে -১৫ ধরনের (বাংলাদেশে আছে ৭টি)
- রুট: কুনমিং (চীন>মানদালা (মিয়ানমার) > চট্টগ্রাম >কলকাতা (ভারত)

BBIN/মটরযান চুক্তি: Bangladesh, Bhutan, India, Nepal.

- চুক্তি স্বাক্ষর - ২০১৫ সালে (ভুটানের Challenge)

বাংলাদেশের সাথে রাশিয়ার সম্পর্ক:

- রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র রাশিয়ার সহায়তায় নির্মিত হচ্ছে

বাংলাদেশ USA সম্পর্ক

- চীনের সাথে সম্পর্ক
- Indo pacific Strategy (QUAD)
- নতুন অর্থনৈতিক ফোকাস (IPEF) এ বাংলাদেশকে যুক্ত
    - Indo pacific Economic Framework.
    - বাংলাদেশ NDB এর সদস্য হয়েছে
    - AIIB এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য হয়ে প্রথম ঋণ পায়-BD
    - চীন বিরোধী (IPEF) এর সদস্য হলে চীনের সাথে বাংলাদেশের দূরত্ব হবে

USA বাংলাদেশকে যা যা করেছে

- GSP বাতিল করে ২৭ জুন ২০১৩ সালে। GSP ফিরিয়ে দিতে বাংলাদেশকে টিকফা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। বাংলাদেশ শর্ত পূরণ করলেও জি এস পি সুবিধা ফিরিয়ে দেয়নি।
- TICFA চুক্তি - ২০১৩ সালে USA এর সাথে স্বাক্ষর করে।
- র‍্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা - ২০২১ সালে। এতে 5 Eye (USA, UK, Canada, Aus, New zealand) থেকে সহায়তা পাচ্ছেনা।

বিরোধপূর্ণ অঞ্চল

বিরোধপূর্ণ অঞ্চল	সংশ্লিষ্ট দেশ/পক্ষ	মূল কারণ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	বর্তমান অবস্থা
কাশ্মীর	ভারত ও পাকিস্তান	১৯৪৭ সাল থেকে বিরোধ। LoC (Line of Control) দ্বারা বিভক্ত।	সিয়াচেন হিমবাহ: পৃথিবীর সর্বোচ্চ রণক্ষেত্র এবং কালাপানি: ভারত-নেপাল বিরোধপূর্ণ এলাকা।
নাগোর্নো-কারাবাখ	আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া	আজারবাইজানের ভূখণ্ডে আর্মেনীয় জাতিগোষ্ঠীর বসবাস ছিল।	২০২৩ সালের সামরিক অভিযানের মাধ্যমে আজারবাইজান এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেয়।
দক্ষিণ চীন সাগর	চীন বনাম ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া	তেল–গ্যাস ও বাণিজ্য পথ। চীন 'নাইন ড্যাশ লাইন' দিয়ে ৯০% এলাকা দাবি করে।	বিরোধপূর্ণ দ্বীপ: স্প্র্যাটলি (Spratly) ও প্যারাসেল (Paracel)।
গ্রিনল্যান্ড	ডেনমার্ক, উত্তর আমেরিকা	বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ। ভৌগোলিকভাবে উত্তর আমেরিকার অংশ হলেও রাজনৈতিকভাবে ইউরোপের (ডেনমার্কের)।	

ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ	যুক্তরাজ্য ও আর্জেন্টিনা	আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত। আর্জেন্টিনা একে 'মালভিনাস' বলে।	১৯৮২ সালের যুদ্ধে যুক্তরাজ্য জয়ী হয় এবং এখনো তাদের দখলে।
জিব্রাল্টার	যুক্তরাজ্য ও স্পেন	স্পেনের দক্ষিণ প্রান্তে। ভূমধ্যসাগরের প্রবেশদ্বার।	
দিয়েগো গার্সিয়া	যুক্তরাজ্য, ভারত মহাসাগর	যুক্তরাজ্য এটি যুক্তরাষ্ট্রকে ইজারা দিয়েছে। এখানে যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল নৌ ও বিমান ঘাঁটি রয়েছে। (মরিশাস এর মালিকানা দাবি করে)।	
কুড়িল দ্বীপপুঞ্জ	রাশিয়া ও জাপান	২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়া দখল করে। জাপান একে 'উত্তরাঞ্চলীয় ভূখণ্ড' বলে।	এই বিরোধের কারণে দুই দেশের মধ্যে এখনো ২য় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির শান্তি চুক্তি হয়নি।
ক্রিমিয়া	রাশিয়া ও ইউক্রেন	কৃষ্ণ সাগরের কৌশলগত উপদ্বীপ। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার ছিল।	২০১৪ সালে রাশিয়া ইউক্রেনের কাছ থেকে এটি পুনরায় দখল করে নেয়।
গোলান মালভূমি	ইসরায়েল ও সিরিয়া	কৌশলগত উচ্চভূমি। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে ইসরায়েল দখল করে।	১৯৮১ সালে ইসরায়েল এটি নিজের অন্তর্ভুক্ত করে, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নয়।
তাইওয়ান	চীন ও তাইওয়ান	চীন তাইওয়ানকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন প্রদেশ মনে করে (এক চীন নীতি)।	তাইওয়ান নিজেকে স্বাধীন রাষ্ট্র দাবি করে। বর্তমানে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের কেন্দ্র।
সাইপ্রাস	গ্রিক সাইপ্রিয়ট ও তুর্কি সাইপ্রিয়ট	জাতিগত দাঙ্গা। রাজধানী নিকোশিয়া জাতিসংঘ নিয়ন্ত্রিত 'গ্রিন লাইন' দ্বারা বিভক্ত।	নিকোশিয়া বিশ্বের একমাত্র বিভক্ত রাজধানী।
পশ্চিম সাহারা	মরক্কো ও পলিসারিও ফ্রন্ট	মরক্কো এই এলাকা দাবি করে, অন্যদিকে পলিসারিও ফ্রন্ট স্বাধীনতার জন্য লড়ছে।	এটি জাতিসংঘের সদস্য নয়।
সেনকাকু / দিয়াওইউউ	জাপান ও চীন	পূর্ব চীন সাগরে অবস্থিত জনমানবহীন দ্বীপ।	জাপান একে 'সেনকাকু' এবং চীন 'দিয়াওইউউ' বলে।

বিশ্বের আলোচিত পারমাণবিক স্থাপনা

স্থাপনার নাম	দেশ/ অবস্থান	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
জাপোরিকিয়া	ইউক্রেন	ইউরোপের বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। বর্তমানে যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার দখলে।
ফর্দো (কোম শহর)	ইরান	মাটির গভীরে নির্মিত ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র (আমেরিকা ও ইসরাইলের টার্গেট)।
নাতানজ	ইরান	ইরানের প্রধান পারমাণবিক কেন্দ্র (এখানেই সেন্ট্রিফিউজ বসানো হয়)।
দিমোনা	ইসরায়েল	ইসরায়েলের গোপন পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কেন্দ্র (নেগেভ মরুভূমিতে)।
ফুকুশিমা	জাপান	২০১১ সালে দুর্ঘটনার শিকার। সম্প্রতি তেজস্ক্রিয় পানি সাগরে ফেলা দিয়ে চীন-জাপান বিরোধ চলছে।
চেরনোবিল	ইউক্রেন	১৯৮৬ সালে এখানে বিশ্বের ভয়াবহতম পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল।
ইয়ংবিয়ন	উত্তর কোরিয়া	উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক বোমার মূল প্লুটোনিয়াম উৎপাদন কেন্দ্র।
রূপপুর	বাংলাদেশ	বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (রাশিয়ার সহায়তায় পাবনায় নির্মিত)।
আক্কুয়ু	তুরস্ক	তুরস্কের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (রাশিয়ার রোসাটম তৈরি করছে)।